প্রথম আলো

তারিখ ... 18 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

আড়াই মাসেও পাঠ্যসূচি পায়নি নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

পাঠ্যবইয়ের ভুলের সংশোধন এখনো হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আড়াই মাস পরও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) দিতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ফলে 'আন্দাজের' ওপর পড়াচ্ছেন শিক্ষকেরা। এ নিয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

চলতি শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণি স্তরের ২৩ লাখ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হয়েছে। এনসিটিবি সূত্র বলেছে, বর্তমানে নবম শ্রেণির বাংলা এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সিলেবাস ঠিক করে দেয় এনসিটিবি।

> সামনে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা, অথচ এখনো শিক্ষার্থীরা জানে না কোন কোন গল্প ও কবিতা পড়বে

রাজধানীর একাধিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নবম-দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ে ৩০টি গদ্য ও ৩১টি কবিতা আছে। এর মধ্যে ১৫টি গদ্য ও ১৫টি কবিতা নবম শ্রেণির জন্য ঠিক করে সিলেবাস দেওয়ার কথা এনসিটিবির। ওই সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষকেরা পড়ান এবং শিক্ষার্থীরা পড়ে। কিন্তু এখনো সিলেবাস বিদ্যালয়গুলোতে যায়নি।

গত মঙ্গলবার সেগুনবাগিচা হাইস্কুলে গেলে বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক এ কে এম উবাইদুল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, সিলেবাস না পাওয়ায় অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজের ওপর তাঁরা গল্প-কবিতা পড়াচ্ছেন। যেগুলো পড়ানো হচ্ছে, তা সিলেবাসে না থাকলে নবম শ্রেণিতে কাজে লাগবে না। সময়টা নষ্ট হবে। অথচ নবম শ্রেণি থেকেই এসএসসির প্রস্তুতি শুরু হয়। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এনসিটিবির কারণেই এই দেরি হচ্ছে।

আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক একই রকম কথা জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। এক অভিভাবক ই-মেইলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সামনে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা, অথচ এখনো শিক্ষার্থীরা জানে না কোন কোন গল্প ও কবিতা পড়বে।

এনসিটিবিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিলেবাসের একটি প্রস্তাব তৈরি করে তাঁরা অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় কিছু ব্যাখ্যা চেয়েছে। এখন ব্যাখ্যা ঠিক করা হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ে 'ভুলের ঝড়ে' এই কাজটি করতে দেরি হয়ে গেছে। বইয়ের ভুলের জন্য অনেকে শাস্তির আশঙ্কায় আছেন।

জানতে চাইলে এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক মশিউজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা আশা করছেন আগামী সপ্তাহের মধ্যে সিলেবাস ঠিক হয়ে যাবে। পরে সেটি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি ও শিক্ষা বোর্ডগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হবে। পরে বোর্ডগুলো তা বিদ্যালয়গুলোকে জানিয়ে দেবে।

ভুল সংশোধন হয়নি এখনো

চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের ভুলভ্রান্তি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। এনসিটিবি বলেছিল, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমার পরপরই সংশোধনী দেবে। তদন্ত কমিটি গত ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। কিন্তু ভুলের সংশোধনী এখনো দেওয়া হয়নি।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ভুল সংশোধনীর একটি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা আশা করছেন, আগামী সপ্তাহ নাগাদ সংশোধনী দিতে পারবেন। এর আগে তিনি ফেব্রুয়ারির শেষে সংশোধনী দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন।

পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেই

পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য তদন্ত কমিটি যাঁদের চিহ্নিত করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে এখনো দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছিল, এ ঘটনায় দায়ী এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তাকে প্রথমে সংস্থাটি থেকে সরিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হবে। কিন্তু এখনো এর কিছু হয়নি।

অবশ্য এর আগে এনসিটিবির প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পাঠ্যবইয়ে ভুলের ঘটনায় এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়। আর আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার সুজাউল আবেদীনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।